প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি-২০২৪

সম্পাদকীয়

রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অন্যতম শর্ত। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা'য় এ কার্যক্রমসমূহের প্রতিফলন ঘটে।

প্রতিবছর 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা'র দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এবার তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় ব্লক কোডিং, বিদ্যালয়ে শিশুর আনন্দঘন শিখন পরিবেশ, স্বাধীন পাঠক তৈরি, রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প পরিচিতি, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প পরিচিতি, টিচিং ইংলিশ লেটার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংবাদ ও নিবন্ধ থাকছে। সংবাদ-প্রতিবেদন অংশে জুলাই ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ কালপর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের উল্লেখযোগ্য সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সচিত্র সংবাদ অংশে উল্লিখিত পর্বে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমের ছবি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ষান্মাসিক নিউজলেটার হিসাবে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ এবং এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ স্থান পায়। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আগ্রহী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকগণকে সচিত্র সংবাদ/প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ই-মেইলের মাধ্যমে বা ডাকযোগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। সকলের সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ আমাদের আগামী প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

প্রাথমিক শিক্ষায় ব্লক কোডিং

মোঃ জুলফিকার মতিন

ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার সায়েন্স), পিটিআই, রাজশাহী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এ প্রাথমিক শিক্ষায় ব্লক কোডিং বিষয়বস্তুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। এতে করে শিক্ষার্থীরা প্রোগ্রামিং এ-আগ্রহী হবে। তাদের প্রোগ্রামিং ভীতি দূর হবে। বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রোগ্রামিং না থাকার কারণে উচ্চ শিক্ষায় যেয়ে অনেক শিক্ষার্থী পিছিয়ে যায়। তাই শিক্ষার্থীদের ব্লক কোডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমরা সকলেই ব্লক খেলনার সাথে পরিচিত। বাংলাদেশের অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ব্লক খেলনা রয়েছে। অনেক সচেতন অভিভাবক তাদের সন্তানকে ব্লক খেলনা কিনে দেন। আবার অনেক অভিভাবক শিশুর বায়নার কারণে কিনে দেন। এই খেলনাটি শিশুরা খুবই পছন্দ করে। এই খেলনাটি দিয়ে শিশুরা কখনও বিল্ডিং তৈরি করে আবার কখনও গাড়ি, কখনও বা ট্রেন তৈরি করে। এইভাবে একটি শিশু মনের অজান্তেই এই খেলনা দিয়ে অনেক কিছুই তৈরি করে থাকে। খেলনাটি শিশু সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষায় দেরিতে হলেও তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ব্লক কোডিং অন্তর্ভুক্তি আমাদের আশার সঞ্চার করেছে। এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রোগ্রামিং এর ধারণা লাভ করবে। প্রোগ্রামিং শেখার জন্য সাধারণত টেক্সট কোডিং এবং সিনট্যাক্স ধারণা প্রয়োজন।

অন্য দিকে ব্লক কোডিং-এ এসবের ধারণার প্রয়োজন নেই। যে কেউ খুব সহজেই ব্লক কোডিং প্রোগ্রামিং করতে পারে। কারণ ব্লক কোডিং চিত্রের মাধ্যমে করা হয়। এই পদ্ধতিটি প্রোগ্রামিং এ যাদের হাতে খড়ি তাদের জন্য খুবই উপযোগী। স্ক্যাচ এমনই একটি প্রোগ্রাম। যার মাধ্যমে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই এবং আনন্দের সাথে প্রোগ্রামিং শিখবে পারবে।

স্ক্যাচ প্রোগ্রাম :

স্ক্যাচ প্রোগ্রাম-এর ওয়েবসাইটের ঠিকানা https://scratch.mit.edu। এটি ডেভেলপ করেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। এখানে ব্যবহারকারীরা একাউন্ট তৈরি করার পর নতুন নতুন প্রোগ্রাম তৈরি করে আপলোড বা শেয়ার করতে পারে এবং অন্য ব্যবহারকারীগণ প্রয়োজনীয় প্রজেক্ট/প্রোগ্রাম দেখতে পায়। নির্দিষ্ট প্রজেক্ট খুঁজে দেখে সেখান থেকে নতুন ব্যবহারকারীরা ধারণা পেতে পারে এবং সেগুলো আয়ত্ত করে নতুন নতুন প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারেন। স্ক্যাচ এ বিভিন্ন ধরনের ব্লক কোড রয়েছে। কাজের ধরন অনুযায়ী এগুলোর রঙ ও আলাদা। ফলে একটি ব্লক-কোডের রঙ দেখেই বুঝা যায় সেটি কী কাজ করে। নিচের ছকে ব্লক-কোড গুলোর রঙ, নাম এবং কাজ উল্লেখ্য করা হলো।

ক্রমিক নম্বর এবং রঙ	ব্লক কোডের ধরন		কাজ
	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম	
০১	Motion	গতি	স্প্রাইটের গতি ও অবস্থান পরিবর্তন সংক্রান্ত
০২	Looks	দেখা	স্প্রাইটের বিভিন্ন ভঙ্গি ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ
০৩	Sound	শব্দ	শব্দের ব্যবহার
০৪	Events	ঘটনা	বিভিন্ন ধরনের ঘটনা অনুযায়ী কার্যক্রম নির্ধারণ
০৫	Sensing	অনুভব	ক্লিক, স্পর্শ ইত্যাদি অনুভবের সাথে সম্পর্কিত কাজ নির্ধারণ
০৬	Operators	অপারেটর	গাণিতিক অপারেশন এবং বিভিন্ন মানের তুলনা
০৭	Variables	চালক	ভ্যারিয়েবল তালিকা এবং এগুলোর ব্যবহার
০৮	My Blocks	আমার ব্লক	নিজের প্রয়োজন মতো নিজস্ব কাজ (ফাংশন) তৈরি করা
০৯	Control	নিয়ন্ত্রণ	বিভিন্ন শর্ত যাচাই ও পুনরাবৃত্তির (লুপ) ব্যবহার

স্প্রাইটকে কথা বলানোর জন্য নিম্নের ধাপ অনুসরণ করতে হবে :

ধাপ-১: প্রথমে স্ক্যাচ প্রোগ্রাম চালু করি।

ধাপ-২: কোড এলাকার ঘটনা (Events) থেকে ব্লকটি টেনে মাঝের স্ক্রিপ্ট এলাকাতে নিয়ে আসি।

ধাপ-৩: এবার কোড এলাকার শব্দ (Sound) থেকে ব্লকটি টেনে মাঝের স্ক্রিপ্ট এলাকার আগের ব্লকে যুক্ত করি।

ধাপ-৪: অনুরূপভাবে কোড এলাকার শব্দ (Sound) থেকে ব্লকটি টেনে মাঝের স্ক্রিপ্ট এলাকার আগের ব্লকে যুক্ত করি।

ধাপ-৫: এবার Play sound থেকে recording এর record এ ক্লিক করি। এবার রেকর্ড এ ক্লিক করি। যা রেকর্ড করতে চাই তা বলতে হবে। যেমন- আমি যদি বলি আমার নাম রবি।

ধাপ-৬: এখন মঞ্চের উপরের সবুজ পতাকাতে ক্লিক করলে রেকর্ডটি বলবে 'আমার নাম রবি'।

বিদ্যালয়ে শিশুর আনন্দঘন শিখন পরিবেশ

মোঃ খালিদ মোশারফ
ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, সোনাতলা, বগুড়া

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য দরকার আনন্দঘন পরিবেশ। বিদ্যালয়কে শিশুর জন্য আকর্ষণীয় ও আনন্দঘন করে গড়ে তুলতে পারলে শিশু বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী হবে। আনন্দঘন শিখন পরিবেশে শিশু থাকতে চায়। শিশু নিরাপদ বোধ করে। শিশুর জন্য আনন্দঘন ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে আগে দরকার শিশুবান্ধব মানুষ। বিদ্যালয়কে শিশুর জন্য আনন্দঘন করে গড়ে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকা মুখ্য। শিশুর জন্য সুন্দর বিদ্যালয় গড়তে অভিভাবক ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। একটি বিদ্যালয়কে শিশুর জন্য নিরাপদ ও আকর্ষণীয় হতে গেলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আগে শিশুর জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ হতে হবে। যারা শিশুকে শেখাবেন তাদের পোশাক-আশাক, চালচলন এমন হতে হবে যেন শিশুরা তাদের দেখলে নিরাপদ বোধ করে।

শিশুদের পাঠদানের সময় অবশ্যই উপযুক্ত পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে পাঠদান করতে হবে। শিশুর জন্য নিরাপদে আসা যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুর জন্য থাকবে বিদ্যালয়ে নিরাপদ খেলার মাঠ। বিদ্যালয় হবে কোলাহলমুক্ত পরিবেশ। বৈষম্যযুক্ত পরিবেশ শিশুর জন্য ভালো নয়। একটি বিদ্যালয়ে যাতে সকল শিশুরা নিরাপদে পড়তে পারে সে জন্য সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা যাতে নিরাপদে পড়তে পারে সেজন্য সকলের সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি ও সহযোগিতার মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয়। দরিদ্র শিশু ও পড়াশুনায় অপারগ শিশুদের জন্য বিদ্যালয়কে হতে হবে সহযোগিতামূলক। বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষে সকল শিশুদের মাঝে যাতে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে সেজন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতি চর্চা থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ে থাকবে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, পরিচ্ছন্ন শৌচাগার। বিদ্যালয়ের সুবিধাজনক স্থানে থাকবে ফুলের বাগান। বিদ্যালয়ের আশেপাশে থাকবে কিছু ফলদ গাছপালা। শিশুদের শ্রেণিকক্ষগুলো হবে সাজানো গোছানো। সেখানে ঝোলানো থাকবে শিশুদের আঁকা ছবি ও শিশুদের সুন্দর হাতের লেখা। শিশুদের চারু ও কারু কলার কাজগুলোকে সারা বছর গুছিয়ে রেখে একটি প্রদর্শনী মেলার আয়োজন করা যেতে পারে।

পড়াশুনার অতিরিক্ত চাপ শিশুর মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। অতিরিক্ত পড়াশুনার চাপে শিশু পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই তাদের সৃজনশীল কাজের সুযোগ দিতে হবে।

তাদেরকে খেলা ও আঁকার সরঞ্জামাদি দিতে হবে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি তাদেরকে বিভিন্ন গল্পের বই, ছবির বই ইত্যাদি দিতে হবে। বিদ্যালয়ে থাকবে শিশুবান্ধব পাঠাগার । তারা বই নেবে, ছবি দেখবে, পড়বে। শিশুদের কাছ থেকে গল্প ও অভিজ্ঞতা শুনতে হবে। বিদ্যালয়ে তাদের জন্য আয়োজন করা হবে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। তাদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার দিতে হবে।

বিদ্যালয়ে দায়িত্বশীল অভিভাবকদের পুরস্কৃত করতে হবে। দায়িত্বশীল অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে শিশুদের শিখন ও সুস্থ্য সুন্দর জীবন নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা থাকতে হবে। শিক্ষকরা স্টাফ মিটিং, এসএমসি মিটিং-এ শিশুর নিরাপদ, সুস্থ্য-সুন্দর জীবন নিয়ে আলোকপাত করবেন। যেসব শিশু এতীম বা যাদের অন্যান্য পারিবারিক সমস্যা রয়েছে তাদের লেখাপড়া নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে কমিউনিটির সহযোগিতা চাইতে হবে।

মনে রাখতে হবে, একটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের শিশু পড়তে আসে। সেখানে কিছু শিশু থাকে যারা পড়াশুনায় খুব দুর্বল হয়। প্রতি শিশুর সক্ষমতা অনুসারে তাকে পড়াতে হবে। প্রতিটি শিশুই বিশেষ। তাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো দিক থেকে প্রতিভাবান হবার সুযোগ আছে। তাই শিশুকে অপমান করার মনোভাব পোষণ না করে বরং প্রতিটি শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে।

বিদ্যালয়ের কাজে কমিউনিটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে বিদ্যালয়ের আরো উন্নয়ন হবে। প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও অবকাঠামো উন্নয়নে কমিউনিটির লোকজন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা নিতে হবে। বিদ্যালয় উন্নয়নে সরকারি অর্থ এলে তা শিশুদের নিরাপদ পরিবেশ নির্মাণে ব্যয় করতে সচেষ্ট হতে হবে।

কোনো শিশু যেন বঞ্চিত ও অবহেলিত না হয়। বিদ্যালয় হয়ে উঠুক প্রতিটি শিশুর জন্য নিরাপদ স্থান। বিদ্যালয় হয়ে উঠুক শিশুর সুশিক্ষার সূতিকাগার।

স্বাধীন পাঠক তৈরির প্রয়োজনীয়তা ও কৌশল

মোঃ হাফিজুর রহমান
ম্যানেজার, রুম টু রিড বাংলাদেশ

প্রেক্ষাপট

শিশুর পড়ার সক্ষমতা কেবল ভাষার নৈপুণ্য অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাই নয়– এটি শিশুর সকল শিখনের ভিত্তি। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর পঠন দক্ষতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১-তেও স্বাধীন পাঠক তৈরির অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও একই অঙ্গীকারের প্রতিফলন বিদ্যমান। শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পঠন দক্ষতা ও পাঠ্যভ্যাস উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পঠন দক্ষতা ও পাঠ্যভ্যাস একে অপরের পরিপূরক এবং একটি আরেকটির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের 'স্বাধীন পাঠক' হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সরকারসহ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

'স্বাধীন পাঠক' কী ও কেন?

শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পঠন দক্ষতা ও পাঠ্যভ্যাস সমান গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষার্থী তখনই স্বাধীন পাঠক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যখন শিক্ষার্থী নিজের আগ্রহে এবং আনন্দের সাথে বারবার পড়ার চেষ্টা করে এবং পড়ার গুরুত্বকে অনুধাবন করে প্রাত্যহিক জীবনে নিয়মিত চর্চা করে। একজন স্বাধীন পাঠক শিক্ষক বা অন্য কোনো সহায়কের সহায়তা ছাড়া কিংবা নূন্যতম সহায়তায় পড়ার নির্দিষ্ট শর্ত মেনে পড়তে সক্ষম হয় (যেমন, সঠিক উচ্চারণ, যথাযথ অভিব্যক্তি ও নির্দিষ্ট মানগতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে পড়া এবং অর্থোদ্ধার করতে পারা)।

পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে সঠিক উচ্চারণ, যথাযথ অভিব্যক্তি ও নির্দিষ্ট মানগতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে পড়া এবং অর্থোদ্ধারের সক্ষমতা অর্জন করতে হয়। এর পাশাপাশি আকর্ষণীয় ও উচ্চ মানসম্পন্ন পঠনসামগ্রী উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের হাতের নাগালে সেগুলো পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ সহায়ক ও বান্ধবানুগ পঠন পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার যাতে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ সহকারে এবং আনন্দের সাথে বারবার পড়তে চায় যার ফলে কাঙ্ক্ষিত পাঠ্যভ্যাস গড়ে ওঠে। পড়তে শেখার (learn to read) মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাঝে ক্রমেই পড়ে শেখার (read to learn) সক্ষমতা অর্জিত হয়। স্বাধীন পাঠক হিসেবে পর্যায়ক্রমে শিশুরা জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

দক্ষতা হিসেবে পড়া শিশুদের জন্য একটি বৈচিত্র্যময় ভাষিক অভিযাত্রা। স্বাধীন পাঠক হতে হলে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের উপদক্ষতা অর্জন করতে হয় (AIR, 2022; ILA, 2019; Shea & Ceprano, 2017; Rohde, 2015; RtR, 2016)। বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বাধীন পাঠক হিসেবে সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পিত, যৌক্তিক ও পর্যায়ক্রমিক অবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর যে সকল দেশে জাতিগতভাবে পাঠ্যভ্যাস বিষয়টি যতো বেশি নিয়মিত চর্চায় পরিণত হয়েছে, ওই সকল দেশ ততো বেশি সামগ্রিক উন্নয়ন করতে পেরেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৪-এর প্রধান লক্ষ্য হলো সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা। এতে বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ও মানসম্পন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণসহ সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ ও সর্বজনীন সাক্ষরতার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও বিশ্বনাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলা ভাষায় শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিক্ষার্থী শিখনফল পরিমাপক অভীক্ষার (National Students Assessment - NSA) মাধ্যমে ২০০৬ সাল থেকে তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ের সক্ষমতা পরিমাপ করে আসছে। তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণি শেষে বাংলা ভাষায় শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখনফল পরিমাপ করা NSA-এর মূল উদ্দেশ্য (DPE, 2018)। বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় শিক্ষার্থী শিখনফল পরিমাপক অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা অর্জন পরিমাপের মাধ্যমে একদিকে যেমন শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও তদনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে এই অভীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতীয় শিক্ষা নীতিমালা ২০১০-এর গ্রন্থাগার অধ্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরে সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বই পড়ার সুযোগ করে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যভ্যাস, শিক্ষার সুষম সুযোগ সৃষ্টি ও জ্ঞান চর্চার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE) কর্তৃক বাংলা বিষয়ে শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে গবেষণা -ভিত্তিক পর্যালোচনায় বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত পর্যায়ে ভাষাদক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ে সক্রিয় ভাষাশিখনকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষা দক্ষতা হিসেবে পড়ায় শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা উন্নয়নে বাংলা বিষয়ের পড়ার দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের পঠন শিখন সক্রিয় করার জন্য সহায়ক পঠন সামগ্রী (Supplementary Reading Materials) সরবরাহ ও কার্যকরভাবে তা ব্যবহার নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (NAPE, 2020)। ২০২২-২০২৩ সময়কালে NAPE-এর বাংলা পড়ার সাবলীলতা সম্পর্কিত "Bangla Reading Fluency: A Way Out to Improve the Situation" শিরোনামে গবেষণায় দেখা গেছে যেসব বিদ্যালয়ে ভুল লাইব্রেরী রয়েছে, সেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর কঠন সাবলিলতার হার ভালো (NAPE, 2023)।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড (NCTB) কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর শিক্ষাক্রম কাঠামোতে 'পড়তে শেখা' এবং 'পড়ে শেখা'-র দিকগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (NCTB, 2021)। নতুন প্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকাসহ এনসিটিবি-র সকল আয়োজনে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীন পাঠকে উন্নীত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

একইসাথে ভাষা জ্ঞান ও গণিতজ্ঞানের ওপর গুরুত্ব প্রদান এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী অঙ্গীকার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা (ক্রমিক ৪.১)-এ বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের দক্ষতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ৮ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ৮৫% শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ, বাংলা পঠন দক্ষতা অর্জিত হলে তা বাকি বিষয়গুলোর নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনেও সহায়ক হবে।

উপর্যুক্ত বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে প্রাথমিক স্তরে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে পঠন দক্ষতা ও পাঠ্যভ্যাস উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সর্বাত্মক ও কার্যকরী প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাধীন পাঠক তৈরির সম্ভাব্য কৌশলসমূহ :

- শ্রেণি পাঠদান প্রক্রিয়ায় পঠনদক্ষতা উন্নয়নে নতুনত্ব বা উদ্ভাবনী বিষয় প্রবর্তন
- শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন
- শিশুর পঠন দক্ষতা উপযোগী উপকরণ তৈরি
- বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পঠন শিখন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ
- স্বাধীন পাঠক তৈরিতে পড়ার দক্ষতা ও পড়ার অভ্যাস গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান করা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- প্রধান শিক্ষক কর্তৃক কোচিং সাপোর্ট/ মেন্টরিং সাপোর্ট প্রদান
- পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য সহায়ক পঠন সামগ্রী পড়ার সুযোগ তৈরি করা
- বিদ্যালয় পর্যায়ে পড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা
- রুটিনে প্রতিদিন পড়ার জন্য সময় বরাদ্দ রাখা
- পড়ার দক্ষতাকে নিয়মিত অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করা
- পড়ার জন্য নির্ধারিত স্থান/জায়গার ব্যবস্থা করা
- শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো বই পড়ার সুযোগ নিশ্চিত করা
- শিক্ষার্থীর পড়ার সক্ষমতার সাথে সমন্বয় করে নির্ধারিত লেভেলের বই সরবরাহ নিশ্চিত করা
- পড়ার অনুশীলন সহায়ক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রেষণা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলমান রাখা

সহায়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের নীতিমালা :

- "স্বাধীন পাঠক তৈরি" অভিযাত্রার প্ল্যাটফর্ম/ফোরাম গঠন
- সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন
- স্বাধীন পাঠক তৈরির কর্মপরিকল্পনাকে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের সহায়ক আন্দোলনে রূপদান
- সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের স্বাধীন পাঠক তৈরির আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা
- বিদ্যালয় পর্যায়ে স্বাধীন পাঠক তৈরির কার্যক্রম বিস্তরণ করা

শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা এমন স্তরে উন্নীত করা যাতে শিক্ষক বা অন্য কারো সহায়তা ছাড়া কিংবা ন্যূনতম সহায়তায় পড়ার কিছু নির্দিষ্ট শর্ত মেনে পড়তে পারা। বিদ্যালয়সহ পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পড়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে আগ্রহ ও আনন্দের সাথে প্রাত্যহিক জীবনে নিয়মিতভাবে পড়া। প্রকৃতপক্ষে, পঠন দক্ষতা ও পাঠ্যভ্যাস একে অপরের পরিপূরক এবং একটি আরেকটির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা উন্নয়ন ও পাঠ্যভ্যাস তৈরির মাধ্যমে স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গৃহীত কর্মসূচি সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষক ও মেন্টরদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, সহায়ক নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সহযোগী ও অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা, বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নকৃত ও বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের উত্তম চর্চা, উদ্ভাবন, গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে লাগানো এবং অভিনব কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

তথ্যসূত্র :

- Ahmed, Y., Wagner, R. K., & Lopez, D. (2014). Developmental relations between reading and writing at the word, sentence, and text levels: A latent change score analysis. Journal of Educational Psychology, 106(2), 419–434.
- AIR, (2022) . Literacy Around the World, The American Institute for Research Retrieved: 20 November 2022 from https://www.air.org/resource/spotlight/literacy-around-world
- DPE _ Directorate of Primary Education, (2028). The National Student Assessment 2017 Grade 3 and Grade 5, Monitoring and Evaluation Division, DPE. Bangladesh
- ILA _ International Literacy Association (2019). Reading Difficulties What We Know and What We Can Do, International Literacy Association, Retrieve on 22 November 2022 from https://kentuckyliteracy.org/wp-content/uploads/2019/12/9459_Children_Experiencing_Reading_Difficulties-NEW_Final.pdf
- NAPE, (2022). Ongoing Research, Works: Research Titles for the FY 2022-2023, National Academy for Primary Educ tion; Retrieve on 02 March 2023 from http://www.nape.gov.bd/site/page/748cabab-5627-410c-aefb-381ddea57ce9/-

রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Report Management System-RMS)
সরকারী দাপ্তরিক তথ্য সেবায় যুগান্তকারী উদ্ভাবন

দিলীপ কুমার সরকার

প্রোগ্রামার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সংযুক্তিতে কর্মরতঃ নেপ, ময়মনসিংহ)

সরকারি মন্ত্রণালয়, দপ্তর-সংস্থা তথা স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মধ্যে দৈনন্দিন তথ্য যোগাযোগের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, তা সর্বজন বিদিত। এই তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সরকারের অধিকাংশ নির্দেশনা, সিদ্ধান্ত, কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা, আইন-বিধিমালা প্রজ্ঞাপন-অফিস আদেশ তথা জন সেবার জন্য অপরিহার্য সকল প্রকারের তথ্য সেবার কাজটি করার জন্য সময়োপযোগী 'রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' পদক্ষেপটি ইতোমধ্যে চালু হয়েছে এবং সরকারি দপ্তরসমূহ-এর সুফল পেতে শুরু করেছে। নিঃসন্দেহে রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম একটি অত্যন্ত যুগান্তকারী ইনোভেশন। এই সিস্টেমটি ব্যবহার করলে প্রত্যকটা অফিসে রিপোর্টিং, রেকর্ডিং, আর্কাইভিং, করেসপন্ডেন্স বা দাপ্তরিক যোগাযোগসহ সকল প্রকার তথ্য আদান-প্রদান সহজ হবে, জবাবদিহি নিশ্চিত হবে এবং সরকারি কর্ম-ঘন্টা সাশ্রয় হবে এবং রিয়ালটাইম সেবা প্রদানের কাজে জ্যামিতিক হারে গতিবৃদ্ধি পাবে। রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর ফলে বাংলাদেশে প্রায় ২৫ হাজারের বেশি সরকারি অফিসের সাথে স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা-বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে রিয়াল টাইম তথ্য যোগাযোগ এবং তথ্য সেবাসমূহ আদান-প্রদান করা যাবে।

সরকারি সেবার End user হিসেবে খ্যাত আমাদের দেশের নাগরিকগণ এর সুফল পাবেন। আজকের দিনে প্রচলিত পদ্ধতিতে একটা তথ্য আদান-প্রদান করতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়, ক্ষেত্রবিশেষে একই কাজের একাধিকবার করার প্রবণতা দেখা দেয় যাতে কাজের দ্বৈততা দেখা দেয়। এতে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা গ্রাহকদের সেবা দিতে বাধার সৃষ্টি হয়; নির্ভুল তথ্য ভান্ডার বা Database কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা, ব্যবস্থাপনা করা জটিল হয়ে পড়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি উপকরণ যেমন- স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নেন্স এবং স্মার্ট ইকোনোমি নিশ্চিত করার দিকে বাংলাদেশ ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে। রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর মাধ্যমে স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং স্মার্ট স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে। দাপ্তরিক তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারি কাজের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহায়তা প্রদান করা হবে। সরকারি অফিসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি হবে, দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি পরিকল্পনায় নীতি নির্ধারণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার গতি বৃদ্ধি পাবে।

রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহার করে

- রিপোর্ট যাচাইকারী,
- রিপোর্ট প্রস্তুতকারী,
- রিপোর্ট পরিবীক্ষণকারী,
- রিপোর্ট অনুমোদনকারী ইত্যাদি কর্মসম্পাদন করা যায়।

রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউজারদের জন্য কতগুলো অপশন রয়েছে যেমন,

- সুপার এডমিন
- অফিস এডমিন
- রিপোর্ট তৈরিকারী
- রিপোর্ট যাচাইকারী
- রিপোর্ট অনুমোদনকারী ইত্যাদি।

রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করার জন্য সর্বপ্রথম লগইন করতে হবে। এর ওয়েব ঠিকানা বা ইউআরএল হচ্ছে www.report.gov.bd/login। ওয়েব ঠিকানার ইন্টারফেসের মেনুগুলো হলো

চলমান রিপোর্ট	অ্যাসাইনকৃত রিপোর্ট	সর্বশেষ জমা দেওয়ার রিপোর্ট	সময় অতিক্রান্ত রিপোর্ট	সময় বৃদ্ধির অনুরোধকৃত রিপোর্ট	পেন্ডিং রিপোর্ট	সর্বশেষ প্রাপ্ত রিপোর্ট

সেকশন গুলো দেখতে নির্দিষ্ট সেকশনে চেক মার্ক দিলে সেগুলো নিউ ড্যাশবোর্ডে প্রদর্শিত হবে।

চলমান রিপোর্টকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে,

১. একক রিপোর্ট তৈরি হওয়ার পর কোনো একটি অফিস হতে সার্কুলেট হয়ে সিঙ্গেল রিপোর্ট আকারে অন্য অফিসে যায় সেই সকল রিপোর্ট হলো চলমান একক রিপোর্ট।

২. গ্রুপ রিপোর্ট তৈরি হওয়ার পর কোনো একটি অফিস হতে সার্কুলেট হয়ে গ্রুপ রিপোর্ট আকারে অন্য অফিসে যায় সেই সকল রিপোর্ট হল চলমান গ্রুপ রিপোর্ট ।

রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর মৌলিক বিষয়গুলো হচ্ছে-

› লগ ইন › সিস্টেম পরিচিতি › লগইন সিস্টেম পরিচিতি › একক রিপোর্ট টেমপ্লেট › গ্রুপ রিপোর্ট টেমপ্লেট › মাইগ্রেশন কনফিগার › প্রেরণ রিপোর্ট মাইগ্রেশন রিপোর্টার › ইউজার পদবী ভূমিকা তৈরি › রিপোর্ট এসআই ডাটা › এনসি ডাটা যাচাই, ডাটা অনুমোদন › প্রেরিত ও আগত রিপোর্ট সংশোধন ইত্যাদি।

ডিজিটালাইজেশনে প্রাথমিক শিক্ষা

নাইমা আক্তার

সহকারী প্রোগ্রামার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

পিইডিপি-৩ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ১,০৫,৭৫৫ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশত পঞ্চান্ন) জন শিক্ষক এবং ৮০০ জন কর্মকর্তাকে আইসিটি ইন এডুকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় প্রায় ৮০,০০০ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ডিজিটাল ডিভাইস এর সাথে পরিচিতিকরণ এর লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৫০,৪১৬টি বিদ্যালয়ে ৫৮,৯১৫টি ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম প্রদান করে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ চালু করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন বিদ্যালয়সমূহ বাদে অবশিষ্ট সকল বিদ্যালয়ে অন্তত ১টি করে ল্যাপটপ প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরও ৪১ হাজার মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের লক্ষ্যে ৪১ হাজার ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় ৬৫,৫৬৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার শিক্ষক, ২ কোটি ৯ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী, ৫১৩টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, ৫০৫ টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ৬৭টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনসটিটিউট (পিটিআই), ৬৪ টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও ৮টি বিভাগীয় অফিসকে ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য ৬৭টি পিটিআইতে উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার সমৃদ্ধ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, ৫৫টি ল্যাবে ৩০টি করে এবং ১২টি ল্যাবে ২০টি করে কম্পিউটার, ১টি করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে; ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশের ১ কোটি ১২ লক্ষ ছাত্র/ছাত্রীর মায়ের মোবাইল নম্বরে অনলাইনে উপবৃত্তির টাকা প্রেরণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষক "শিক্ষক বাতায়নে" সংযুক্ত রয়েছেন।

IPEMIS (Integrated Primary Education Management School System) যার মাধ্যমে বিদ্যালয়, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সংক্রান্ত সকল তথ্য শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারি বদলী, অনলাইন মনিটরিংসহ প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক করা হচ্ছে। DPE Web Site এবং Social Media (Facebook) এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম এবং তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এবং প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই)-তে D-nothi প্রশিক্ষণ চলমান আছে। BTPT (Basic Training for Primary Teacher) প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ৬৭টি পিটিআইতে ১৪টি ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে; সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মোবাইল এসএমএস ও অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে দরখাস্ত গ্রহণ করা হচ্ছে এবং সকল আবেদনকারী প্রবেশ-পত্রসহ পরীক্ষার সময়সূচি অবগত করানো মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে হয়ে থাকে; ই-মনিটরিং এ্যাপস এর মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ বিদ্যালয়ে গমন পূর্বক যে কোনো স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে উক্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শন তথ্য ডিপিই সার্ভারে সরাসরি আপলোড করতে পারে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ৬৫ হাজার ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্পীকার সংগ্রহের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪১ হাজার ল্যাপটপ ক্রয়পূর্বক বিতরণ করা হয়েছে। ৬৫ হাজার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৪১ হাজার স্পীকার ক্রয় প্রক্রিয়া শেষে গ্রহণের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। অবশিষ্ট ২৪ হাজার ল্যাপটপ ২১ হাজার স্পিকার ও ৩ হাজার ৩ FP (Interactive Flat Panel) ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়নের নিমিত্ত CRBS প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৫০৯টি উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয়ে অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্লাস রুম স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে। ৫০৯ টি উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয়ে ৫টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় (চর, হাওড়, দ্বীপাঞ্চল, পাহাড়ী) ৬৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ টি করে শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল ক্লাস রুম স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) পরিচিতি

মোঃ হুমায়ুন কবির
সহকারী পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা সমাপ্তির উন্নয়নে বৈষম্য কমিয়ে আনা;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন ও শিক্ষা প্রদান বিষয় পরিবেশের উন্নয়ন;
- প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য শিশু বান্ধব শিক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা:

- সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ৩৭৫০০ টি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন
- ছেলে-মেয়ের জন্য পৃথক সুবিধা সংবলিত ৮০০০ বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক ও সুপেয় পানি উৎস স্থাপন
- নির্মিত ভবনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

জুলাই, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০২৪। প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ৯১২৩৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা এবং ১ম সংশোধিত ব্যয়: ৮৬৭৫৫২.১১ লক্ষ টাকা প্রকল্পের অর্থের উৎস: জিওবি প্রকল্প এলাকা: সমগ্র বাংলাদেশ প্রকল্পের অগ্রগতি (শতকরা হার)।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব
২০১৬-২০১৭	২০০০.০০	১৭২.১১	৮.৬১%	০%
২০২২-২০২৩	৭৪৩৫১.৫০	৫৪৫৯৫.৮০	৭৩.৪৩%	৬৮%
২০২৩-২০২৪ (এডিপি)	১৩৪৯৪৮.৭৫	২৩০০৪.৭১	১৭.০৫%	৩৬%
ক্রমপুঞ্জিত (জানুয়ারি/২৪)		৬০৭৭৯১.৯৯	২২.৭৩%	৮১%

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

এডিপি	জানুয়ারি/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি(%)	বাস্তব অগ্রগতি(%)
১৩৪৯৪৮.৭৫	২৩০০৪.৭১২	১৭.০৫%	৩৬%

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের টার্গেট	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
চাহিদাভিত্তিক কক্ষ নির্মাণ-৬৫০০ টি	১১৪৭ টি
বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ -৫০০টি	২৫৪ টি
ওয়াশব্লক নির্মাণ-৩৪৫৫টি	১১৭ টি
ডীপ টিউবওয়েল নির্মাণ-২৩০০ টি	১১০৬টি
আসবাবপত্র সরবরাহ-৯৫৭০ টি	৮৮৭৪ টি

ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি:

নাম	শ্রেণিকক্ষ	বাউন্ডারী ওয়াল	ওয়াশব্লক	নলকূপ
মোট অনুমোদিত	৪৬৮৮৬	১২৭৯	৮০০০	৮০০০
বাস্তবায়নযোগ্য	৩৭৫০০	৮০০	৮০০০	৮০০০
দরপত্র আহ্বান	৩৭২১৪	৭৫৮	৭৮৭৯	৮০০০
কার্যাদেশ প্রদান	৩৩৪০২	৬৭৩	৬৮৪৪	৮০০০
নির্মাণ সমাপ্ত (১০০%)	২৮৬৫১	৩৮২	৪০১২	৬৩০৯
নির্মাণ চলমান	৬৫৫১	২৯১	২৮৩২	১৬৯১

Teaching English letters: Theory vs Practice

Md. Rony
Instructor (General), PTI, Manikganj

I have conducted a study on teaching English letters. I have explored in the study that the approach suggested in teachers' edition to teach the letters and what are the actual classroom scenario. Findings of my study has been published in Primary Education Journal, Vo. 14, No. 1, June 2023 published by National Academy for Primary Education (NAPE). The summary of the study:

Teachers' edition suggests inductive approach. Inductive approach has been suggested in teachers' edition in teaching English alphabet. It is suggested that a teacher should start the lessons on English letters by showing a real object or picture, then ask students identify the object (in real or in picture). After identifying the object, students will repeat the name of that object again and again with the help of the teacher. They will try to elicit the first sound from the word they are saying. Here the students are discovering the sounds, thus the approach of teaching is inductive.

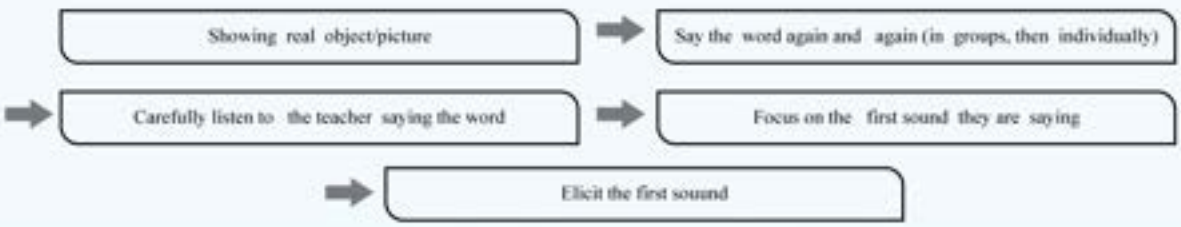

Teachers Use Deductive Approach

Most of the participants (English teachers) in my study were consistently using deductive approach in their classes. They started by showing the letter and told the students these letter names. Then they said a word with that letter and asked students to repeat it with them. Students were repeating the word with the teacher first, then with pairs and finally individually.

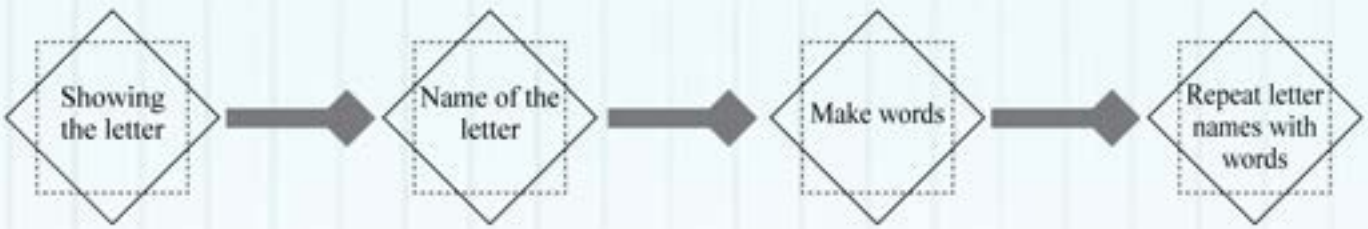

Reasons Behind These Inconsistency

- Teachers usually don't follow teachers' editions:
  Participant teachers were found unaware of using teachers' editions. Four out of five participants never consider teachers' edition in planning for class.
- Teachers were unfamiliar with inductive and deductive approaches:
  Participant teachers acknowledged that they don't know about these two approaches as well as how to use these approaches in teaching english alphabets.
- Teachers focused on teaching letter names instead of sounds:
  My study found that most of the participant teachers were focusing on letter names instead of its sound.

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প পরিচিতি

ড. সৈয়দ শামসুদ্দোহা
উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রকল্পের মেয়াদ: ০১ মার্চ ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।

প্রকল্পের পটভূমি:

মানব-সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল শ্রেণির শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। SDG-4, Education 2030, Vision 2041, Delta Plan অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার দেশের শতভাগ শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করার সরকারি পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি শিশুর জন্য একটি একক আইডি (Unique Identity) প্রদান করা হলে শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে একজন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ধারণ এবং ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

"প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীকে একই ডেটাবেজের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। একটি একক আইডি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নাগরিকের জীবন প্রবাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ তথ্য-উপাত্ত আকারে সংরক্ষণ এবং এর ভিত্তিতে সরকারের সকল সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশে সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক (CRVS) কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮:

"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর পরিকল্পনায় অংশ হিসাবে ৬.১.২ এর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীর Unique ID (UID) প্রদান করতে হবে"।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল ডাটাবেজ তৈরি করা যাতে একজন শিক্ষার্থীর সকল তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবে।

- প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত ২ কোটি ১৭ লক্ষ (বেজলাইন) এবং প্রকল্পের ২য় ও ৩য় বছর নতুন ভর্তিকৃত ৭০ লক্ষ শিক্ষার্থীর প্রোফাইল প্রস্তুত ও ইউনিক আইডি কার্ড প্রদান।
- প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীকে একক পরিচিতি (UID) কার্ড প্রদান।

প্রকল্পের আর্থিক তথ্য (লক্ষ টাকায়):

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (ডিপিপি অনুযায়ী) : ১৬৪০৪.৬৬
জিওবি : ১৬৪০৪.৬৬

লক্ষ্যমাত্রা:

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিবির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীর Unique ID (UID) কার্ড প্রদানের লক্ষে প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে দেশব্যাপী ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্নসহ শিক্ষার্থীকে একক পরিচিতি (UID) নিশ্চিত করতে হবে।

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি:

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল তৈরির লক্ষ্যে সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রকল্পের অধীনে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইন এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৯২,৪৫,১৫৯ জন শিক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রি হয়েছে এবং ৪২,৪৮,৮৯৪ জন শিক্ষার্থী Unique ID (UID) পেয়েছে। ■

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন:

বিদ্যমান ডিপিপি অনুযায়ী সরকারি ৬৫,০০০ বিদ্যালয় থেকে প্রধান শিক্ষক ও ০১ জন সহকারী শিক্ষকসহ মোট ১,৩০,০০০ জনের প্রশিক্ষণের উল্লেখ রয়েছে এই পর্যন্ত শিক্ষার্থীর অনলাইনের তথ্য সংগ্রহ এবং সফটওয়্যার অপারেশন বিষয়ক মোট ৯১,১১০ জন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

কার্যক্রমের প্রবাহ চিত্র ঃ

সরাসরি অনলাইনে শিক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রি → প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর জন্ম নিবন্ধন ও পিতা মাতার NID অনলাইনে যাচাই → তথ্যাদি যাচাই-বাছাইয়ের পর UID প্রদান → শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইউনিক আইডি কার্ড বিতরণ

ইউনিক আইডি (UID) প্রাপ্তি পূর্বক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সমূহ:

- ভর্তি,পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ, হাজিরা, অনুপস্থিতির তথ্য ও ফলাফল।
- মিড-ডে মিল কার্যক্রম, উপবৃত্তি ইত্যাদি সেবা নির্ভুলভাবে প্রদান করা, এতে বিপুল পরিমান অর্থের সাশ্রয় ঘটানো এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- এছাড়া দারিদ্য বিমোচনের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা সহজ হবে।
- এর মাধ্যমে নারী, প্রতিবন্ধী প্রভৃতি কম সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান সহজতর হবে।

নেপ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক সেমিনার

গত ২২ আগস্ট ২০২৩ তারিখ-এ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্তৃক আয়োজিত গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানে চারটি গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

১। Bangla Reading Fluency: A Way Out to Improve the Situation.
২। Setting Reading Fluency Benchmark in Bangla for the Students of Grade 3 and Grade 5.
৩। Measuring Teacher Effectiveness for Primary Teachers in Bangladesh.
৪। Weakness of Grade Three Students in Mathematics: Causes and Remedies.

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন এই গবেষণাগুলোর ফলাফল এবং সুপারিশগুলো মন্ত্রণালয় বিবেচনায় নিয়ে কাজ শুরু করবে।

২০২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নবনির্মিত ভবন এবং লিডারশিপ ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ সকাল ১০টায় গণভবন থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নির্মাণ সম্পন্নকৃত ২ হাজার ২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৫-তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয়, কক্সবাজারস্থ ১০ তলা বিশিষ্ট লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার এবং ৪টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (পিটিআই) এর নবনির্মিত মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম উদ্বোধন করেন। ২,০২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য: প্রায় ১ হাজার ৯২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ হাজার ২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বিদ্যালয়গুলোতে ৬ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী নতুন ও আকর্ষণীয় শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণের সুবিধা পাবে। এছাড়া, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক, অভিভাবক কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট অংশিজন নবনির্মিত এ বিদ্যালয়সমূহের সুবিধা পাবেন; নবনির্মিত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য জেন্ডারের ভিত্তিতে পৃথক ওয়াশ ব্লক নির্মিত হয়েছে এবং সুপেয় পানির ব্যবস্থা রয়েছে।

Leadership Training Centre, Cox's Bazar

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৫ তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয় ভবন:

প্রায় ১০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার বর্গফুট প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৫ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মিত হয়েছে; প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ৫ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ৪ লক্ষাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে; বেইজমেন্ট ও ক্যাম্পাসে ৪৪টি গাড়ি রাখার সুবিধা রয়েছে।

কক্সবাজারস্থ লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার ভবন:

প্রায় ৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১০ তলা বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ট্রেনিং সেন্টারটি নির্মিত হয়েছে। নবনির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য চাহিদাভিত্তিক, আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে; ভবনে ১৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীর (৮০ জন পুরুষ ও ৮০ জন মহিলা) আবাসনের সুব্যবস্থাসহ প্রশিক্ষণের আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে।

৪টি পিটিআই এ মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম নির্মাণ (সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও যশোর):

প্রায় ৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি (সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও যশোর) পিটিআই এ আধুনিক মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম নির্মিত হয়েছে। ৩৫০ আসন বিশিষ্ট প্রতিটি অডিটোরিয়ামে আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণসহ শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজনের ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রত্যেক পিটিআই এ প্রতি বছর ২ শতাধিক প্রশিক্ষণার্থী দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও, সেখানে বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।

সূত্র: **মাহবুবুর রহমান তুহিন**
সিনিয়র তথ্য অফিসার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের নবম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের নবম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের (উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইন্সট্রাক্টর পিটিআই/ইউআরসি) ২৯ ও ৩০তম ব্যাচের ০২ মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন সকাল বেলা পিটি এবং বিকেলে খেলাধুলা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন ৯০মিনিট ব্যাপী ৪টি অধিবেশন এবং সর্বমোট ১০টি মডিউলে ১২০টি অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও সান্ধকালীন পুস্তক পর্যালোচনা, উপস্থিত বক্তৃতা (বাংলা এবং ইংরেজি), প্যানেল আলোচনা, বিতর্ক এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ মাঠ পর্যায়ের সংযুক্ত থেকে উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষার অফিসসমূহ এবং একটি বিদ্যালয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। পর্যবেক্ষণোত্তর প্রতিবেদন জমা প্রদান করেন। একই সাথে প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন প্রতিবেদন জমা প্রদান করেন। দলগতভাবে প্রশিক্ষণার্থীগণ ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ এই ২মাস ব্যাপী প্রতিদিন গাঠনিক এবং প্রতিটি মডিউল শেষ সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের ২৯তম ব্যাচে প্রথম স্থান ও ডিজি এওয়ার্ড অর্জন করেন, জনাব মোফাসসিরা মনি, ইন্সট্রাক্টর (কৃষি), লক্ষীপুর পিটিআই। ৩০তম ব্যাচে প্রথম স্থান ও ডিজি এওয়ার্ড অর্জন করেন, জনাব মোঃ ইসমাইল, ইন্সট্রাক্টর (কৃষি), পিটিআই, পঞ্চগড়।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা: 'গোবাল স্কুল মিলস কোয়ালিশনে' বাংলাদেশের যোগদান

বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে 'গোবাল স্কুল মিলস কোয়ালিশনে' যোগ দিয়েছে। গত ২৪ জুলাই, ২০২৩ ইতালির রোমে জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ২য় আন্তর্জাতিক ফুট সিস্টেম সামিটের উদ্বোধনী অধিবেশনে বাংলাদেশ কোয়ালিশনের কমিটমেন্ট ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) কোয়ালিশনে যোগদানের জন্য বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।

কোয়ালিশনে যোগদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ব্যাপক পরিসরে 'স্কুল মিল' চালু করার যে কর্মপরিকল্পনা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে তা আরও ত্বরান্বিত হবে। সাম্প্রতিক সময়ে এটি এ মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনের কার্যকর ফসল।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করে আসছে। ২০২২ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্য পীড়িত এলাকায় ১০৪টি উপজেলার ৩০ লাখেরও বেশি শিশুকে পুষ্টিকর বিস্কুট সরবরাহ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, এর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৪.২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার ৭.৫ হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, এ কর্মসূচির অভাবনীয় সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সরকার আগামী ৩ বছরে ১৫০ উপজলার ২০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫ লাখেরও বেশি শিশুর মাঝে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছে। নতুন এ কর্মসূচিতে পুষ্টিকর বিস্কুটের পাশাপাশি মৌসুমী ফল, ডিম, দুধ প্রভৃতি দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহযোগিতা পেলে আরও বিস্তৃত পরিসরে এ কর্মসূচি চালু করা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ ৮৫তম দেশ হিসেবে 'গোবাল স্কুল মিলস কোয়ালিশনে' যোগদান করেছে।

সূত্র: মাহবুবুর রহমান তুহিন
সিনিয়র তথ্য অফিসার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কক্সবাজারে 'ঘুরুশকুল আশ্রায়ন প্রকল্পে' সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন

গত ১১ অক্টোবর ২০২৩ কক্সবাজারে ঘুরুশকুল আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় 'ঘুরুশকুল জলবায়ু উদ্বাস্তু সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়' উদ্বোধনকালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ বলেছেন, 'ঝড়-জলোচ্ছ্বসের মতো ভয়াবহ প্রকৃতিক দুর্যোগের নির্মম শিকারের দরুন নিস্ব পরিবারের শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে সম্ভব সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এসব শিশুদের মূলধারায় নিয়ে আসতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও শিশুদের স্কুলে আসতে উৎসাহী করতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে দৃষ্টিনন্দনভাবে স্থাপন করা হবে।'

তিনি আরো বলেন, ২০৪১ সালের আধুনিক স্মার্ট বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে আজকের শিশুরা। তাই শিশুদের মেধা ও মননের বিকাশে সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ বিদ্যালয় স্থাপন হওয়ার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়বে বলে সচিব আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রকল্প পরিচালক লে. কর্নেল আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় বক্তৃতা করেন কক্সবাজার সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ জাকারিয়া, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. নুরুল আমিন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মনছুর আলী চৌধুরী প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, কক্সবাজার ঘুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ন প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাত্র ৭দিনের মধ্যে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের শুভ সূচনা করা হয়।

বাংলাদেশে এই প্রথম জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসিতদের জন্য ৬ তলা বিশিষ্ট ১৪৩ টি ভবন নির্মানের মাধ্যমে এই বিশেষ আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে যেখানে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ইতিমধ্যে ৬০০ ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে।

সূত্র: **মাহবুবুর রহমান তুহিন**
সিনিয়র তথ্য অফিসার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্মার্ট বাংলাদেশের আঁতুড় ঘর হবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব

গত ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত জাতি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সংকল্পবদ্ধ। স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম শর্ত স্মার্ট নাগরিক। আর স্মার্ট নাগরিক তৈরির আঁতুড়ঘর হবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তিনি আরো বলেন, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যেদিয়ে পৃথিবীর অল্প কয়েকটি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার কারিগর উন্নত জাতি গঠন করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর প্রথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) শাহ রেজওয়ান হায়াতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আজাদ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক দিলীপ বণিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সূত্র: **মাহবুবুর রহমান তুহিন**
সিনিয়র তথ্য অফিসার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

জিপিএ ফাইভ না নৈতিক শিক্ষা, বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে- মহামান্য রাষ্ট্রপতি

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন এ আয়োজিত আলোচনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনির সভাপতিত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। আরো উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন এবং জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে দেশের বরেণ্য শিক্ষকবৃন্দ, সামরিক/বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শিক্ষকদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সাতজন শিক্ষককে সম্মাননা প্রদান করা হয়, তন্মধ্যে ঠাকুরগাঁও এর হরিপুর এর চরভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মোঃ এরফান আলীও আছেন।

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ১৯৭১ সনের মহান মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষকদের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন এবং বৈষম্য দূর করার অঙ্গীকার করার কথা ব্যক্ত করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবসে বিশ্বের সকল শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষকরা জাতির বিবেক।' তিনি আরো বলেন, 'জিপিএ ফাইভ না নৈতিক শিক্ষা, বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। একটি অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় উদ্ভাসিত হউক দেশ, বিশ্ব শিক্ষক দিবস এর এ হউক প্রত্যয়।'

সূত্র: **মাহবুবুর রহমান তুহিন**
সিনিয়র তথ্য অফিসার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং রুম টু রিড বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ পাঠাগার স্থাপন

স্বাধীন পাঠক তৈরির অভিযাত্রায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর সাথে রুম টু রিড যৌথ উদ্যোগে নির্বাচিত ৭টি বিভাগীয় পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় ও ৩টি মডেল বিদ্যালয়সহ মোট ১০টি বিদ্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে নতুন ৫৯টি শ্রেণিকক্ষ পাঠাগার। শিশুদের সহযোগিতা নিয়ে এই পাঠাগারগুলো পরিচালনা করবেন বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকগণ। এই উদ্দেশ্যে গত ১১ ও ১২ আগস্ট ২০২৩ তারিখে রুম টু রিড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় শিক্ষক প্রশিক্ষকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে নির্বাচিত পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণ পাঠাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন এবং কীভাবে নির্বাচিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে প্রশিক্ষণটি নিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। শিশুরা খুব শীঘ্রই এই পাঠাগার ব্যবহার শুরু করে একদিন হয়ে উঠবে স্বাধীন পাঠক। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (পিটিআই, ঢাকা) অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী পাঠাগার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) শাহ রেজওয়ান হায়াত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর পরিচালক (পলিসি এবং অপারেশন) মনীষ চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম; প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. উত্তম কুমার দাশ ও দিলীপ কুমার বণিক; এবং রুম টু রিড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর রাখী সরকার। 'শ্রেণিকক্ষ পাঠাগার পাইলট' কার্যক্রমের আওতায় ৭টি বিভাগীয় পিটিআই-সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, এবং ৩টি মডেল বিদ্যালয়ে ৫৯টি শ্রেণিকক্ষ পাঠাগার স্থাপন হবে। মোট ১৫ হাজার ৬০০টি গল্পের বই এবং পড়ার পরিবেশও সমৃদ্ধ করা হবে। এতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বছরে কমপক্ষে ৮টি গল্পের বই পড়ার সুযোগ পাবে। বিদ্যালয়ে নিয়মিত ও কার্যকরভাবে পরিচালিত 'পড়ার ঘন্টা' কার্যক্রম পড়ার দক্ষতা ও অভ্যাস গঠন করবে। এছাড়া কমপক্ষে ৬০ জন শিক্ষকের পাঠাগার পরিচালনা দক্ষতা অন্য শিক্ষকদেরও দক্ষতা বাড়াবে।

পাশাপাশি, এই পরীক্ষণ বিদ্যালয়গুলোতে প্রতি বছর গড়ে ২৫০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বছরে কমপক্ষে ১ হাজার ৭৫০ জন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষ পাঠাগার বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পাবেন এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে শ্রেণিকক্ষ পাঠাগার বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত বলেন, রুম টু রিডের শিক্ষা সহযোগিতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা আছে। আমি আশা করছি, শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় শিখন উপকরণ তৈরিতে অধিদপ্তরের সাথে তারা যৌথভাবে কাজ চলমান রাখবে। পাঠাগারগুলো নামমাত্র হস্তান্তর না করে শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের সাথে পরিচালনা কৌশল বিশদভাবে আলোচনা করলে, দেখিয়ে দিয়ে তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন করলে উপকার হবে। ড. উত্তম কুমার দাশ শিক্ষার্থীদের শিখন উপকরণের উন্নয়নে আলোকপাত করে বলেন, কগনিটিভ ডোমেইন বা জ্ঞানভিত্তিক পড়াশুনার উপর সীমিত না থেকে সাইকোমোটর এবং এফেক্টিভ ডোমেইন-ও অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতি ঘটবে এর ফলে সুশিক্ষা নিশ্চিত করে সনদপত্র-সর্বস্ব শিক্ষা এড়ানো যাবে। পাঠাগারে দেওয়া বৈচিত্রপূর্ণ শিক্ষা উপকরণে শিশুদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। রুম টু রিড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর রাখী সরকার বলেন, প্রাথমিক স্তরে স্বাধীন পাঠক তৈরির লক্ষ্যে পদ্ধতিগত উন্নয়ন প্রয়োজন। আমরা ইতিমধ্যেই সরকারের সামনে তথ্য ও গবেষণালব্ধ উপাত্ত উপস্থাপন করেছি। সরকারি দপ্তর ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সমন্বিত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে শ্রেণিকক্ষ পাঠাগার স্থাপন অন্যতম। ইতিমধ্যেই ডিপিই-এর সহযোগিতায় পাঠাগার ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল তৈরি হয়েছে। আশা করি সকলের সহযোগিতায় পরীক্ষণ প্রচেষ্টা সফল হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-৪ এর প্রধান লক্ষ্য হলো, সবার জন্য অন্তর্ভুক্তি মূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি। জাতীয় শিক্ষা নীতিমালা ২০১০-এর গ্রন্থাগার অধ্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সবস্তরে সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বই পড়ার সুযোগ করে দেবে 'শ্রেণিকক্ষ পাঠাগার পাইলট' কার্যক্রম।

■ সূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সচিত্র সংবাদ

গত ৬ জুলাই রাঙ্গামাটি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (পিটিআই)-এর প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীগণের সাথে মত বিনিময় করেন জনাব দিলীপ কুমার বণিক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি-৪), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ১১ জুলাই ২০২৩ তারিখে প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক সভা পরিচালনায় ডিসেন্টর গাইডলাইন এবং দুর্যোগ সহনশীল শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন এর মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সট্রিটিউট (পিটিআই) ঢাকা-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

এসো শিখি প্রকল্পের আয়োজনে গত ১৫ থেকে ১৮ জুলাই ২০২৩ তারিখে ৪দিনব্যাপী এসো শিখি প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের (৩য় বর্ষ) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সট্রিটিউট (পিটিআই), ঢাকা-এ 'স্বাধীন পাঠক তৈরির অভিযাত্রা' প্রোগ্রামের ৩১ জুলাই ২০২৩ তারিখে শ্রেণিকক্ষ পাঠাগার' উদ্বোধন করেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ০৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

পরিমার্জিত ই-মনিটরিং টুলস (খসড়া) পর্যালোচনা বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সট্রিটিউট (পিটিআই), ঢাকা-এ দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন করেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ১০ আগস্ট ২০২৩ তারিখ-এ পরিমার্জিত ই-মনিটরিং টুলস (খসড়া) পর্যালোচনা বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ১২ আগস্ট ২০২৩ তারিখ-এ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় রংপুর সদর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

গত ১৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখ-এ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের Integrated System (PEMIS) এর উপর দিনব্যাপী জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১৫ আগস্ট ২০২৩ 'জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখ-এ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মাঝে অ্যাসিসটিভ ডিভাইস বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেন উপজেলা শিক্ষা অফিস, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম

National Student Assessment (NSA) ২০২২ এর National Dissemination Workshop-এ গত ১৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখ-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (পিটিআই), ঢাকা-এ গত ১৯-২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখ-এ শিশুর বিকাশ ও খেলাভিত্তিক শিখন বিষয়ে ৬দিনের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণের মাঝে সনদ বিতরণ করেন জনাব শাহীনুর শাহীন খান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ২২ আগস্ট ২০২৩ তারিখ-এ Closing Ceremony of USAID Shobai Miley Shikhi Project Year-2 Annual Work Planning Workshop প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ১ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি এর মডিউলের ম্যানুয়াল এবং সহায়িকা পর্যালোচনা এবং চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর কর্মকর্তাগণের পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে লাইব্রেরিতে সাপ্তাহিক ভিত্তিক 'বইপড়া' কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক, নেপ

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

Validation Workshop on Revised e-Monitoring Tools বিষয়ক কর্মশালায় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ উদ্বোধন করেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ডি-নথি (ডিজিটাল নথি) ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ উদ্বোধন করেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

Helping Page on e-Monitoring Facebook Page এর গত ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ ৩য় বর্ষপূর্তি পালন করে

ভান্ডার পাইক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়া এর প্রধান শিক্ষক, মেরিনা জাহান, শিক্ষার্থীগণকে নিয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ পরিচালনা করেন

গত ০১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ-এ এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি শীর্ষক সাব-কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

রংপুর সদর উপজেলার প্রধান শিক্ষকগণের মাসিক সমন্বয় সভা ২০২৩ এ প্রধান অতিথি হিসেবে গত ০১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ-এ উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ রংপুর-এ 'স্বাধীন পাঠক তৈরির অভিযাত্রা' প্রোগ্রামের 'শ্রেণিকক্ষ পাঠাগার' উদ্বোধন ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ-এ জয়পুরহাট পিটিআই-এ প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ এর মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব দিলীপ কুমার বণিক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি৪), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ০৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ-এ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (পিটিআই), ভোলা-এ চলমান প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ এর প্রশিক্ষণার্থীগণের অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক, নেপ

গত ১৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ-এ লালমনিরহাট পিটিআই-এ প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ এর মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব দিলীপ কুমার বণিক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি-৪), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ১৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ-এ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, নকলা, শেরপুর-এ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক, নেপ

গত ২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ-এ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের নবম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের (উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইন্সট্রাক্টর পিটিআই এবং ইউআরসি) ২৯ এবং ৩০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক, নেপ

গত ১০-১১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ "Training on Procurement including e-GP" বিষয়ক প্রশিক্ষণ এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হামিদুল হক, পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ ফিনল্যান্ডের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালকের সঙ্গে ফিনল্যান্ডের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা করেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

গত ১৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) এর ফিডব্যাক বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

'বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা ২০২৩' অবহিতকরণ কর্মশালায় গত ১৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

'সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন' প্রকল্পের আওতায় 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন' বিষয়ে ঘসড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এর ডেলিভেশন ও চূড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালায় গত ২০-২১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ২১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি, মাঠ পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন, তদারকী, মনিটরিং ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্য কর্মশালা' ঢাকা অঞ্চলের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আলি আখতার হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা

পদায়নকৃত ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ)-কে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মশালায় গত ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ ঢাকা পিটিআই-এ উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ) এর আয়োজনে গত ০৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ থেকে ১৫দিন ব্যাপী ঢাকা পিটিআই-এ নবনিযুক্ত পিটিআই ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ)-গণের ইনডাকশন কোর্স-২০২৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ১৮-২০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ 'শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ ও মেন্টরিং টুলস' বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ নবনিযুক্ত পিটিআই ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ)-গণের ইনডাকশন কোর্স-২০২৩ এর প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গত ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের নবম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের (উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইন্সট্রাক্টর পিটিআই এবং ইউআরসি) ২৯ এবং ৩০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের স্মারক প্রকাশনা 'অন্বেষণ' এর মোড়ক উন্মোচন করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

গত ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি, মাঠ পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন, তদারকী, মনিটরিং ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্য কর্মশালা' রংপুর অঞ্চলের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কে এম জুলফিকার আলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) বাগেরহাট, কচুয়া উপজেলার বড় ফকিরের বটতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মাণাধীন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে সরদার মোঃ কেরামত আলী প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ।

গত ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ নবনিযুক্ত পিটিআই ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ)-গণের ইনডাকশন কোর্স-২০২৩ এর প্রশিক্ষণার্থীগণের স্মারক প্রকাশনা 'উৎকর্ষ' এর মোড়ক উন্মোচন করেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ-এ নবনিযুক্ত পিটিআই ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ)-গণের ইনডাকশন কোর্স-২০২৩ এর সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

জয়দেবপুর পিটিআই, গাজীপুর গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে পরিমার্জিত ডিপিএড (বিটিপিটি) চূড়ান্ত মূল্যায়ন-২০২৩ পরিদর্শন করেন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব জিয়া আহমেদ সুমন

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) বাগেরহাট, কচুয়া উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মাণাধীন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে সরদার মোঃ কেরামত আলী প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) চর অঞ্চলে নির্মিত মধ্যখেনাইমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপজেলা-রৌমারী, জেলা-কুড়িগ্রাম।

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) দত্তমলঞ্চ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উপজেলা-মাগুরা সদর, মাগুরা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সচিব ও চেয়ারম্যান, নেপ বোর্ড অব গভর্নরস (BoG) মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখ ৪২তম BoG সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শাহ রেজওয়ান হায়াত
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

মোছাঃ নূরজাহান খাতুন (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

মোঃ আবুল বশার (উপসচিব)
পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদকীয় পর্ষদ

ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

জিয়া আহমেদ সুমন (উপসচিব)
পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

নাসরিন আক্তার
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

সম্পাদনা: ভাষা অনুষদ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
প্রকাশক: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০২৪
সম্পাদকীয় যোগাযোগ: Phone : 02 996 666 165

Primary Education Newsletter [Year 3, Issue 1, January 2024]
Edited by: Faculty of Language Education, NAPE
Published by: National Academy for Primary Education (NAPE), Mymensingh
Published Date: January 2024
E-mail: language.nape@gmail.com

মুদ্রণ: মিশন প্রিন্টিং প্রেস, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ।
মোবাইল: ০১৭১১-৫৭৬৫৭৭৬, E-mail: mohonaipress@gmail.com